بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ নভেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ০৪ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ নভেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবার। রীতি অনুযায়ী নভেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবারে তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেয়া হয়। এছাড়া বিগত বছর আল্লাহ্ তা'লা নিজ আশিসের যে বারিধারা বর্ষণ করেছেন তার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাই এ প্রেক্ষিতে আজ আমি কিছু কথা বলব। সর্বপ্রথম যে কথাটি মনে রাখতে হবে তা হলো, প্রত্যেক কাজ চলমান রাখার জন্য এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়ে। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে এক উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

প্রত্যেক নবী নিজ (আগমনের) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করেছেন। পবিত্র কুরআনেও বিভিন্ন আঙ্গিক এবং দিক থেকে আর্থিক কুরবানীর প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, ধর্মের জন্য তোমরা যেসব ত্যাগ স্বীকার কর এবং অর্থ ব্যয় কর, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা (তোমাদের) ইহকালে এবং পরকালেও পুরস্কারে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে দান করেন এবং কতটুকু দান করেন সে সম্পর্কে এক স্থানে বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে একশ' শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ চাইলে এর চেয়েও বর্ধিত হারে দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা: ২৬২)

অতএব এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার পথে অর্থ ব্যয়কারী মু'মিনদের উপমা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পথে যারা নিষ্ঠার সাথে ব্যয় করে তাদের ঋণের দায় আল্লাহ্ তা'লা নিজের ওপর রাখেন না, বরং তিনি তাদেরকে ইহকালেও কল্যাণমণ্ডিত করেন এবং পরকালেও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের প্রচারের জন্য মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর অনুসারীদের ওপরও এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, ধর্মের প্রচারের জন্য, ইসলামের বাণী পৃথিবীতে বিস্তৃত করার জন্য, জগদ্বাসীকে এক খোদার সামনে বিনত করার জন্য যেন তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। এখন তারা যদি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে তবে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কারে ভূষিত হবে। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায, রোযা এবং আল্লাহ্ তা'লার যিকর করা তাঁর রাস্তায় ব্যয়কৃত সম্পদকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেয়। অর্থাৎ তোমরা যে আর্থিক কুরবানী করে থাক তার সাথে এসব বিষয়ও আবশ্যক। অতএব এই হাদীসে একজন প্রকৃত মু'মিনের চিত্র অঙ্কন করা

হয়েছে। অর্থাৎ একজন মু'মিনের কেবল এটি মনে করা উচিত নয় যে, শুধু আর্থিক কুরবানী করে সে আল্লাহ্ তা'লাকে বলবে, 'আমি তো এত আর্থিক কুরবানী করেছি, এখন নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি আমাকে সাতশত গুণ বর্ধিত হারে দান কর।' না, বরং এর সাথে ব্যক্তিগত বিভিন্ন ইবাদতের মানও উন্নত করতে হবে, নিজের আত্মিক অবস্থারও উন্নয়ন সাধন করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে নিজেদের জিহ্বাকেও সিক্ত রাখতে হবে, বাজে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধচিত্তে আর্থিক কুরবানীও করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ এমনভাবে প্রতিদান দেন যে, কখনো কখনো মানুষ হতবাক হয়ে যায়। কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামান্য কর্মকেও গ্রহণ করে এমনভাবে পুরস্কৃত করেন যে, বিস্মিত হতে হয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যে, তিনি এভাবে দান করেন! আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ঈমান বৃদ্ধি পায়, পূর্বাপেক্ষা তাঁর কথার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; কিন্তু মানুষের এই চেষ্টা অবশ্যই থাকা উচিত যেন শুধু এতেই সে আনন্দিত না হয় যে, 'আমি এই পরিমাণ কুরবানী করেছি, আর অন্য কোনো আমল না থাকলেও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবশ্যই নানাবিধ পুরস্কারে ধন্য করবেন।' অতএব যারা আর্থিক কুরবানী করে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। তবেই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজির সত্যিকার উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদাই সত্যিকার মু'মিনদের পুরস্কৃত করেছেন, এর অগণিত উদাহরণ জামা'তে বিদ্যমান রয়েছে। আমরা শুধু পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তই উপস্থাপন করি না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে পুরস্কৃত করবেন। এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তীদের উদাহরণও রয়েছে, এছাড়া বর্তমান যুগের দৃষ্টান্তও রয়েছে। অতীতে, পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তের মধ্যে হযরত রাবেয়া বসরীর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর আশ্চর্যজনক আস্থা ছিল! একবার তিনি ঘরে বসে ছিলেন, এ অবস্থায় ২০জন মেহমান চলে আসে আর ঘরে কেবল দু'টি রুটি ছিল। তিনি তার চাকরানিকে বলেন, এ দু'টি রুটিও গিয়ে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়ে আস। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করারও এক অভাবনীয় ধরন! চাকরানি খুবই অবাক হয় এবং ভাবে যে, পুণ্যবান মানুষও অদ্ভুত বোকা হয়ে থাকে! ঘরে অতিথি এসেছে, আর অল্প যে কয়টি রুটি আছে তা-ও বলছে গরীবদের মাঝে বন্টন করে দাও। তখনো সে ভাবছিল বা হয়তো দিতে যাচ্ছিলো অথবা দিয়ে এসেছিল, কিছুক্ষণ পর বাহির থেকে আওয়াজ আসে; এক মহিলা এসেছে যাকে কোনো ধনাঢ্য নারী পাঠিয়েছে। সে ১৮টি রুটি নিয়ে এসেছিল। হযরত রাবেয়া বসরী তাকে (একথা বলে) ফিরিয়ে দেন যে, এটি আমার নয়। সেই চাকরানি পুনরায় বলে, আপনি এটি রেখে দিন। হযরত রাবেয়া বসরী বলেন, না। সে খুবই জোর দিয়ে বলে, আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, না, এটি আমার নয়। সেই চাকরানি পুনরায় বলে, রেখে দিন। যাহোক, কিছুক্ষণ পর তার সেই প্রতিবেশী ধনী মহিলা তার চাকরানীকে ডেকে বলে, তুমি কোথায় চলে গিয়েছ? রাবেয়া বসরীর কাছে তো ২০টি রুটি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এটি তার নয়, বরং এটি তো আমি অন্য কারো কাছে পাঠিয়েছিলাম। রাবেয়া বসরী বলেন, আমি যে দুটি রুটি পাঠিয়েছিলাম, (এর মাধ্যমে) আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যবসা করেছিলাম যে, তিনি দশ গুণ বৃদ্ধি করে আমাকে ফেরত পাঠাবেন। তাই দু'টির বদলে ২০টি আসা আবশ্যক ছিল।

হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) এ ঘটনাটিও বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বরাত টেনে বলেন, কোনো কোনো স্থানে একের বিনিময়ে দশ এবং কিছু স্থানে একের বিনিময়ে সাতশ'র উল্লেখ রয়েছে। এ প্রতিদান পুণ্যকর্মের স্থান-কাল-পাত্রভেদে নির্ধারিত হয়;

অর্থাৎ পুণ্য কখন ও কীভাবে সম্পাদিত হচ্ছে এবং কতটা ত্যাগ স্বীকার করা হচ্ছে, কুরবানীকারী কতটা কুরবানী করছে। যেভাবে আমি বলেছি, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) হযরত রাবেয়া বসরীর এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা এমনটি করো না। [আল্লাহ্ তা'লার পরীক্ষা নেয়ার জন্য এটি করা আরম্ভ করবে– এমনটি যেন না হয়।] হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে কখনো এভাবে ত্যাগস্বীকার করলে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিদানও দেবেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের খাতিরে দান করে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করে তারাই প্রকৃত কুরবানীকারী। হযরত রাবেয়া বসরীর দৃষ্টান্ত যদিও ব্যক্তিগত আতিথেয়তা সংক্রান্ত বলে মনে হয়, কিন্তু তার কাছেও মানুষ ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই আসতো। যাহোক, বতর্মানে ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন আর তাঁর মাধ্যমেই আজ পৃথিবীতে ইসলামের তবলীগ এবং মানবসেবার কাজ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রত্যেক বছর জামা'ত কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড বইপুস্তক প্রকাশ, বিভিন্ন মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করে থাকে। ইউরোপ এবং উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ অর্থ আফ্রিকা, ভারত এবং অন্যান্য দরিদ্র দেশে ব্যয় হয়ে থাকে, (তবে এটি) নিজ নিজ দেশের ব্যয় নির্বাহের পর যা তারা নিজেদের দেশে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খরচ করছে। আর এসব কাজে এখন যতটা ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা হলো, জামা'তের সদস্যরা অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসব ব্যয়ভারও নির্বাহ করছে। আল্লাহ্ তা'লা যে কত বিস্ময়করভাবে সেসব লোককে কল্যাণমণ্ডিত করেন- সেরূপ দৃষ্টান্ত আজও প্রদর্শন করে থাকেন। ধনী হোক বা দরিদ্র– সবদেশের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, যারা তাদের চাহিদা উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকার করে। এখন আমি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা থেকে বুঝা যায়, এসব কুরবানীকারী লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ আচরণ করেন আর কত গভীর প্রেরণা নিয়ে নিষ্ঠাবান সদস্যরা তাদের কুরবানী উপস্থাপন করে থাকে! নও-আহমদী, যারা অল্প কিছুদিন আহমদী হয়েছে বা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের মাঝেও আর্থিক কুরবানীর প্রতি আপনা-আপনি মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে, আর তা এ কারণে হচ্ছে যে তারা আর্থিক কুরবানীর মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে।

লাইবেরিয়া থেকে স্থানীয় মুয়াল্লেম মোমেন জনসন, যিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন ও পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মুয়াল্লেম হয়েছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাউন্টিতে কয়েক মাস পূর্বে একটি গ্রামে তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে জামা'তের চারা রোপিত হয় আর এই গ্রামের লোকেরা ইমামসহ জামা'তভুক্ত হয়। এটি একটি ছোট্ট গ্রাম, সেখানে যাবার মতো ভালো কোন রাস্তাঘাটও নেই। বৃষ্টির কারণে সেখানে যাওয়াও অনেক কঠিন ছিল। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ গ্রামটিকে আমরা নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করি। কেননা একদিকে এরা একেবারে নবদীক্ষিত আহমদী ছিল, অপরদিকে পথঘাটও ছিল বন্ধুর, আর গ্রামও ছোট। আগামী বছর তাদেরকে আহ্বান জানাব এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত করব বলে ঠিক করি। তিনি বলেন, সেই গ্রামের ইমাম আবু বুকাই সাহেব একদিন হঠাৎ টাবম্যান-বার্গ মিশন হাউজে এসে উপস্থিত হন আর এসেই কিছু অর্থ দিয়ে বলেন, (এটি) জামা'তের ২১জন সদস্যের তাহরীকে

জাদীদের চাঁদা। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কীভাবে জানলেন, আপনাদেরকে তো চাঁদার আহ্বান জানানো হয় নি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রেডিওতে জামা'তের অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনি, আর গত সপ্তাহে আপনি যখন রেডিওতে তাহরীকে জাদীদের পরিচিতি তুলে ধরে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেন তখন এ বিষয়টি আমি আমাদের জামা'তের সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করি; তখন জামা'তের সদস্যরা এই চাঁদা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের হৃদয়ে নিজেই সচেতনতা সৃষ্টি করছেন এবং কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি করছেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, এক গ্রামে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার আহ্বান করা হয়। (এখানকার) সকল সদস্য নবদীক্ষিত আহমদী। ৫৭ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা মহিলা সিস্টার ফাতু ২০০ ডালাসি বের করে চাঁদা দিয়ে দেন; [এটি সেদেশের স্থানীয় মুদ্রা]। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, এটিই সেই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে কেউ আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারে, যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে হতো। তিনি বলেন, এগুলো তার কাছে থাকা সর্বশেষ অর্থ ছিল যা তিনি তার পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার ক্রয় করার জন্য রেখেছিলেন। [এমন নয় যে, তিনি ধনী মহিলা ছিলেন; অর্থ দিয়েছেন ২০০ ডালাসি।] তিনি বলেন, এটি এজন্য দিচ্ছি কারণ ইসলামের তবলীগের জন্য এই অর্থের প্রয়োজন। আমি আমার ক্ষুধা তুচ্ছ করে এই অর্থ দিচ্ছি। তিনি বলেন, তখনও এসব কথাবার্তা হচ্ছিল, এমন সময় তার ছেলের ফোন আসে যে সুইজারল্যান্ডে থাকে; আর সে বলে, সে ১২ হাজার দুইশ' ডালাসি পাঠিয়েছে। একথা শুনে সেই মহিলা বৈঠকের সবার সামনে কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা দেন, আল্লাহ্ তা'লা অভাবনীয়ভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন! তিনি বলেন, এখন আমি আরো বেশি চাঁদা দেব! সেখানে উপস্থিত লোকেরাও বিস্মিত হচ্ছিল। ৬ মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু ছেলে কোনো যোগাযোগ করছিল না, মায়ের খোঁজখবর নিচ্ছিল না। আর্থিকভাবে মায়ের অবস্থা খারাপ ছিল। কিন্তু ওই সময়ই এমন হয়, আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে ফোন আসে এবং একইসাথে টাকাও আসে। এর ফলে আসলেই মানুষ অভিভূত হয় এবং বুঝতে পারে যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম; আর সেখানকার সবাই অঙ্গীকার করে, আমরা আমৃত্যু আহমদী থাকব।

তানজানিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গিটা রিজিওনের একটি জামা'ত। সেখানকার মুয়াল্লেম সাহেব লেখেন, আব্দুল্লাহ্ সাহেব নামের একজন যুবক কয়েক মাস পূর্বে বয়আত করেছিলেন। একদিন তিনি জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের চাঁদার সম্পর্কে শুনতে পান। তিনি জানতে পারেন, এটি চাঁদা পরিশোধ করার শেষ মাস আর প্রত্যেক আহমদীর উচিত বরকতের জন্য সাধ্যানুসারে এতে অংশগ্রহণ করা। আব্দুল্লাহ্ সাহেবের নিকট কোনো অর্থ ছিল না। তিনি অঙ্গীকার করেন, আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে কিছু না কিছু চাঁদা তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে অবশ্যই দিবেন। পরের দিন তিনি কাজের সন্ধানে বের হন। এক ব্যক্তির চাষাবাদের জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল এবং আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে তিনি কাজ দেন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে তাকে দেয়া কাজ তিনি সন্ধ্যার মধ্যে সম্পন্ন করে দেন, যদিও তা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন করতে দু'দিন লাগত। আর এতে যে অর্থ পান তা নিয়ে তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার জন্য পৌঁছে যান। এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি নিজেই বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিয়্যতে বরকত দিয়েছেন আর একান্তই নিজ

কৃপায় আর্থিক কুরবানী করার সামর্থ্য দান করেছেন। [একই সাথে (তার মাঝে) এ চেতনাও সৃষ্টি হয়ে যায়।]

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। অস্ট্রেলিয়ার মুরব্বী সাহেব লেখেন, [এটি তার কর্মস্থলের নিকটে অবস্থিত,] সলোমন দ্বীপপুঞ্জে সফরকালে তরবিয়তি ও তবলীগি অনুষ্ঠান ছাড়াও তাহরীকে জাদীদের বছর শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে জামা'তের সদস্যদের চাঁদা প্রদানের আহ্বান করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সেখানে একজন মহিলা আছেন যার স্বামী অমুসলিম। তারা দু'জনে পোলট্রি ফার্ম চালান। সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেব যখন চাঁদার কথা স্মরণ করাতে তার বাসায় যান তখন তিনি বাসায় ছিলেন না। তার সন্তানরা তাদের কাছে অল্প-সল্প যে অর্থ ছিল তা (চাঁদা হিসেবে) দিয়ে দেয়। মহিলা বাড়ি ফিরে এলে ছেলেমেয়েরা বলে, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেব এসেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারী সাহেবের বাসায় গিয়ে তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার ডলার চাঁদা দেন। তখন সেক্রেটারী সাহেব তাকে বলেন, আমি তো সব বন্ধুর কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে নিয়েছি আর তালিকা প্রস্তুত করে দিয়ে এসেছি। তাই এই চাঁদা আগামী বছরের হিসাবে যোগ করে দেই। কিন্তু তিনি বলেন, না! আমি আমার খোদার সাথে এ অঙ্গীকার করেছিলাম যে, এ বছর এত টাকা দিব। তাই এ বছরের হিসাবেই যোগ করুন। অতএব তার কথায় নতুন তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রকে তিনি রাতারাতি অবগত করেন।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন এর দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়।

গিনি কোনাক্রির মুবাল্লেগ সাহেব লেখেন, এখানে একটি জায়গার নাম কাফিলিয়া। সেখানকার মিশনারী জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া এককভাবে বাড়ি বাড়িও গিয়েছেন। এক যুবক মুহাম্মদ সিলাহ সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে চাঁদা পরিশোধের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পকেট থেকে ১০ হাজার গিনি ফ্রাঙ্ক বের করে তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন আর একইসাথে বলেন, আমার কাছে এ (অর্থ) ছিল যা আমি দুপুর ও রাতের খাবার ক্রয়ের জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আমি আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে ক্ষুধার্ত থাকব। এই ঘটনার চারদিন পর মিশনারীর কাছে এই যুবকের ফোন আসে (আর সে) বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমার কুরবানী কবুল করে নিয়েছেন। সে বলে, আমি একটি মাইনিং কোম্পানিতে ড্রাইভারের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মাসিক সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন গিনি ফ্রাঙ্ক বেতনে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কয়েক হাজার গুণ বৃদ্ধি করে দান করেছেন। তিনি এক বছরের চাঁদা দিয়েছিলেন ১০ হাজার, বছরের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় হাজার ছয়শ' গুণ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি চাইলে সাতশ' গুণ বা তার চেয়েও অধিক বাড়িয়ে দান করি; এখানে এরচেয়েও অধিক বৃদ্ধি করে দেয়ার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

নাইজারের সদর লাজনা লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ নাইজার ১ম তিনদিন ব্যাপী জাতীয় তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠানের সুযোগ পেয়েছে। অনেক লাজনা এতে অংশগ্রহণ করেছে। এতে সাধারণভাবে তাহরীকে জাদীদের বিষয়েও মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হয়, বছর শেষ হতে অল্প কিছুদিন বাকি রয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব নিজ নিজ অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টা করুন। কিন্তু তিনি বলেন, তখনই লাজনা সদস্যারা চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। তাদেরকে বলা হয়, এখন কেবল মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে, এখনো সময় আছে। উত্তরে তারা বলে, না, আমরা এখনই দেব।

তাদের দেখাদেখি অন্য মহিলারাও এগিয়ে আসে এবং আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করে আর একটি বড় অংক জমা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে লাজনারা তাদের সংখ্যা অনুযায়ী নিজেদের চাঁদার অংশ পরিশোধ করে দেয় এবং তারা কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই। কোনো কোনো দেশে অনেক সময় খোদ্দাম ও আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে হয়, লাজনা কুরবানী করায় এগিয়ে গেছে, তাই আপনারাও তাদের মত চাঁদা দিন।

সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়ার মুবাল্লেগ লেখেন, আরসান বেক সাহেব রাশিয়ার একটি প্রদেশের অধিবাসী। গত বছর আমি যখন তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করেছিলাম তখন আরসান সাহেব বলেন, তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার রুবলের কুরবানী উপস্থাপন করে থাকি, অর্থাৎ গত বছর তিনি (এই অর্থ কুরবানী) করেছিলেন। তিনি বলেন, এ বছর আমি ১০ হাজার রুবল চাঁদা প্রদানের অঙ্গীকার করছি আর সেই সাথে বলেন, তিনি ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন। যাহোক, জুলাই মাসেই তিনি অঙ্গীকারকৃত ১০ হাজার রুবল পরিশোধ করে দেন। ইউক্রেনে যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার অবস্থাও সংকটাপন্ন, কিন্তু তিনি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। অপরদিকে রুবলের দরও যথেষ্ট পড়ে গেছে। এই ১০ হাজার রুবলে ১৭৮ ইউরো হয়। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি তার জন্য অনেক বড় অংক ছিল। এই চাঁদা প্রদানের পর তিনি বলেন, এছাড়াও আমি ৫০০ রুবল করে চাঁদা দিতে থাকব, আর তিনি দৈনিক ৫০০ রুবল চাঁদা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার ব্যবসায় এত বরকত হয়েছে যে, পরিস্থিতি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও আমার অনেক আয় হচ্ছে। এরপর তিনি এই (অংকের পরিমাণ) এক হাজার রুবল করে দেন, আর এটিও দৈনিক দিয়ে যাচ্ছেন।

ক্যামেরুনের উত্তরাঞ্চলীয় শহর মারওয়ার মুয়াল্লেম সাহেব (একটি ঘটনা) লেখেন; এ ঘটনাটিও দরিদ্রদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং চাঁদার কল্যাণের একটি ঘটনা। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ সাহেব একজন নও-মোবাঈ, নিতান্ত হতদরিদ্র ব্যক্তি; গত বছর তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে আধা বালতি, অর্থাৎ ৫ কেজি ভুট্টা দিয়েছিলেন আর বলেন, এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ৫ বস্তা দান করেছেন, অর্থাৎ ৩৫০ কেজি; সত্তর গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর খুবই চিন্তিত হয়ে গিয়েছিলেন; সারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, ক্রয় করার সামর্থ্য ছিল না। আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, পাছে ফসল ভালো না হয়। যাহোক তিনি বলেন, আমার পক্ষে যতটুক পরিশ্রম করা সম্ভব ছিল আমি তা করি। ফলে আল্লাহ্ তা'লা এমন বরকত দান করেন যে, এ বছর পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ ফসল উপন্ন হয়, আর তাহরীকে জাদীদ খাতে তিনি ৭০ কেজির এক বস্তা ফসল চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবারকেও বলি, তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কল্যাণে খোদা তা'লা আমার পরিশ্রম এবং ফসলে বরকত দান করেন।

ছোট ছোট ঘটনা কিন্তু দরিদ্র মানুষের জন্য (এগুলো) খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, এক গ্রামের এক বন্ধু পাথে সিলসে, যিনি ২০১৪ সালে বয়আত করেছিলেন, তিনি বলেন, আমি জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে বেকার ছিলাম। চাকরির জন্য কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। তিনি বলেন, জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন চাঁদা এবং অন্যান্য জামা'তী কাজ ও তবলীগ ইত্যাদিতে অধিক হারে অংশগ্রহণ করি। সুতরাং এখন তিনি দুই স্থানে চাকরি করছেন। কোথায় উপার্জনহীন বেকার ছিলেন এবং বসবাস করাও কষ্টসাধ্য ছিল, বাড়িঘর ছিল না, সেখানে এখন তিনি পাকা বাড়িও নির্মাণ করেছেন। লোকেরা

বলে, জামা'ত তাকে সাহায্য করেছে। তিনি উত্তরে বলেন, জামা'ত সাহায্য করে নি, বরং চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহায্য করেছেন।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, একজন আহমদী সদস্য যার কারখানা আছে, অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। তাহরীকে জাদীদের বরাতে গত বছর যখন আমি কিছু ঘটনা বর্ণনা করি আর নতুন বছরের ঘোষণা করি, তখন তার ওপর এর খুব ভালো এবং গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাহরীকে জাদীদ খাতে বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ ওয়াদা লেখান এবং তৎক্ষণাৎ সেই ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদাও প্রদান করেন। এর এক সপ্তাহ পরই আল্লাহ্ তা'লা তাকে কল্যাণে ভূষিত করেন এবং তার বিক্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে একটি কোম্পানী যার সাথে পূর্বে তার ব্যবসা বন্ধ ছিল, সেটি ফেরত আসে এবং অনেক বড় (অংকের পণ্য) ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়। তিনি বলেন, এ বছর আমার কোম্পানীর আয় বিগত বছরের তুলনায় বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জার্মানির মুবাল্লেগ হেরাদ সাহেব লেখেন, উইযবাদেনের একজন ভদ্রমহিলাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। ফলে উপার্জনও বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীকে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু স্পন্সর করতে পারছিলেন না। এই উদ্বেগের কথা তার ভাইয়ের নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, এর একটিই সমাধান আর তা হলো, দোয়া কর এবং চাঁদা দাও, অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী কর। তিনি তার অলঙ্কারাদি বিক্রি করে চাঁদা পরিশোধ করেন। চারদিন পর কর্মক্ষেত্র থেকে সংবাদ আসে যে, আপনাকে স্থায়ী কাজ দেয়া হচ্ছে আর বেতনও হবে দুই হাজার ইউরো, যা দিয়ে তিনি তার স্বামীর স্পন্সরও করতে সক্ষম।

ভারত থেকে উকিলুল মাল সাহেব বলেন, এখানে একজন সদস্য আছেন, তিনি আর্থিক কুরবানী তথা তাহরীকে জাদীদের ক্ষেত্রে খুবই অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাকে বাজেট বৃদ্ধি করতে বললে তিনি বলেন, কত বাড়াব? তাকে বলা হয়, আপনার সাধ্যানুযায়ী আপনি যতটা করতে পারেন করুন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা, বরং মুবাল্লেগ বা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির প্রতি তার দৃঢ় উক্তি ছিল, আপনিই বলুন। তখন প্রতিনিধি বলেন, ঠিক আছে, তাহলে ১০ লাখ রুপি বৃদ্ধি করে দিন। পূর্বেই তিনি ৫ লাখ রুপি দিয়ে দিয়েছিলেন। কথামতো তিনি বৃদ্ধি করার পর পরিশোধও করে দেন। তিনি বলেন, আমার একটি বাড়ি ছিল যেটির রেজিস্ট্রি হচ্ছিল না আর অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চাঁদা বৃদ্ধি করার কয়েকদিন পরই স্থগিত পড়ে থাকা কাজও সম্পাদন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা ক্ষতি পূরণ করে দেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা ধনী বা দরিদ্র কারো কাছেই ঋণ রাখেন না, সবাইকে তার অবস্থা অনুসারে প্রতিদান দেন।

ভারত থেকেই উকিলুল মাল সাহেব লেখেন, কাশ্মীরের একজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী প্রফেসর সাহেব আছেন, তিনি শেরে-কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সমুদয় চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আমাকে পদোন্নাতি দিয়ে কৃষিতত্ত্বে প্রফেসর কাম চীফ সায়েন্টিস্ট বানিয়ে দেয়া হয় এবং আমার বেতনও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তিনি তাঁর তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বৃদ্ধি করে দেন।

মরিশাসের একজন ভদ্রমহিলা বলেন, গত বছর তাহরীকে জাদীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়স্বজনদের কিছু ঘটনা শোনার পর আমার স্বামী আমাকে বলেন, এত বড় অংকের (চাঁদা দেয়ার) অঙ্গীকার করতে হবে যা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হবে। অতএব তিনি ৭৫ হাজার মরিশিয়ান

রুপি ওয়াদা লেখান। তিনি বলেন, তখন আমার স্বামী একটি মেডিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করতেন। বিগত তিন বছরে তাঁর বেতন সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু (চাঁদার) ওয়াদা লেখানোর পর একটি প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে চাকুরির প্রস্তাব আসে। ওই দিনগুলোতেই আমার স্বামী তার মাকে ১ হাজার রুপি উপঢৌকন দেন। চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। স্বামী বলেন, আমার মনে হচ্ছিল, এই ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে আমার চাকরিও হবে আর যে পরিমাণ বেতন পাব তা আমার কুরবানীকৃত অর্থের কাছাকাছি হবে। অতএব ইন্টারভিউ হওয়ার পর তাঁকে চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয় আর তার বেতন ধরা হয় ৭৬ হাজার রুপি। তার ওয়াদা ছিল ৭৫ হাজার রুপি। তিনি বলেন, আমার মাকে যে ১ হাজার রুপি দিয়েছিলাম তাও আল্লাহ্ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুবাল্লেগ লেখেন, করোনাকালীন সময়ে এখানে এক ভদ্রলোকের (ব্যবসায়) অনেক ক্ষতি হয়। অনেক বড় অঙ্কের চাঁদা বকেয়া পড়ে যায়। তাহরীকে জাদীদ এবং অন্যান্য চাঁদার বিষয়ে তাঁকে স্মরণ করানো হলে তাঁর স্ত্রীর সঞ্চিত অর্থ থেকে সাড়ে ১১ হাজার টাকা চাঁদা দেন, কিন্তু তখনো আরো অর্ধেক টাকা বাকি ছিল। যাহোক, তিনি বলেন, এ মাসের শেষে তাঁর স্ত্রী খবর পাঠান যে, এসে বাকি চাঁদা নিয়ে যান। আমাদের টিম সেখানে গেলে ওয়াদাকৃত চাঁদার চেয়ে তিন গুণ বেশি চাঁদা পরিশোধ করেন এবং আবশ্যিক বকেয়া চাঁদাও পরিশোধ করে দেন, আর একই সাথে এ সুসংবাদও শোনান যে, সম্প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অনেক পুরোনো একটি চাহিদা পূরণ করে দিয়েছেন। তারা বহুদিন থেকে বাড়ির জন্য এক খণ্ড জমি খুঁজছিলেন। চাঁদা দেয়া শুরু করার পর খোদা তা'লা অলৌকিকভাবে বাড়ি নির্মাণের জন্য একটি প্লট ক্রয়ের তৌফিক দেন। তার আয়ও বৃদ্ধি পায়, চাঁদাও পরিশোধ করে দেন আর আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ গড়ারও সৌভাগ্য দান করেন।

বুরকিনা ফাসোর এক বন্ধু যিনি একজন শিক্ষক, তিনি বলেন, তার গাড়ি কেনার সৌভাগ্য হয়েছে। তার সাথের অন্য শিক্ষকরা বলে, আমরাও তো শিক্ষক, আমরা তো (গাড়ি) কিনতে পারি না, নিশ্চয়ই জামা'ত (তোমাকে) সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, আমি (তাদেরকে) উত্তর দেই, জামা'ত আমাকে সাহায্য করে নি, বরং চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ আমার অর্থসম্পদে বরকত দান করেছেন। তিনি বলেন, ছাত্রজীবন থেকেই আমার চাঁদা দেয়ার অভ্যাস, তাই আল্লাহ্ সব সময় আমাকে পুরস্কৃত করেন।

জার্মানির এক জামা'ত অসনাব্রুকের একজন ভদ্রলোক লেখেন, তাহরীকে জাদীদের (গুরুত্ব) বিষয়ক একটি সভার আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার জন্য আমি (ওয়াদার) অতিরিক্ত ৫ শত ইউরো নিয়ে আসি। তখন তাকে বলা হয় রশিদ বই শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তাই আমি ফিরে চলে যাই আর আমার যেসব শ্রমিক দিয়ে কাজ করাই তাদেরকে (যে বেতন দেয়ার ছিল) তা দিয়ে দিই। কিন্তু রাতে স্বপ্নে আমাকে দেখেন। তিনি বলেন, (স্বপ্নে) আপনি আমাকে বলছেন, [অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে আমি বলছি,] আমার ৫ হাজার ইউরো প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমি এতে বুঝতে পারি, এর অর্থ হলো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা। তার স্ত্রীকে স্বপ্নটি শুনালে তিনি বলেন, তাহরীকে জাদীদ খাতে ৫ হাজার ইউরো চাঁদা দিয়ে দিন। তিনি আরো বলেন, এর কিছুদিন পরই করোনা সহায়তা খাতে আমার একাউন্টে ২২ হাজারের অধিক অর্থ জমা হয় যা আমার কল্পনাতেও ছিল না।

কানাডা থেকে একজন লাজনা বর্ণনা করেন, অনেক আর্থিক সংকটে ছিলাম, নিজের অঙ্গীকারকৃত অর্থ কীভাবে পরিশোধ করব এ নিয়ে বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম, পাশাপাশি দোয়াও করছিলাম। আমার নিয়্যত খুবই ভালো ছিল। (সংকট সমাধনের) বাহ্যত কোনো চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অনেক দোয়া করি। তিনি বলেন, পরে কী ঘটেছে দেখুন! এক রাতে আমার মেয়ে তার জন্মসনদ খুজতে খুঁজতে একটি পুরোনো পার্স বা হাতব্যাগ খুঁজে পায়। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম, ৮ বছর পূর্বে। সেখানে খরচ করার জন্য আমি কিছু অর্থ রেখেছিলাম, সেখান থেকে কিছু অর্থ বেঁচে গিয়েছিল যা আমি এতে রেখে দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। (ব্যাগ থেকে) যে পরিমাণ অর্থ বের হয় তা ঠিক সেই পরিমাণই ছিল যা চাঁদা পরিশোধের জন্য প্রয়োজন ছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এভাবেও সাহায্য করেন।

গিনি কোনাক্রির প্রেসিডেন্ট সাহেব লেখেন, একজন দরিদ্র আহমদী মহিলা যিনি ছোটখাটো জিনিস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাহরীকে জাদীদের আশারা পালনের সময় তার বাড়িতে গিয়ে তাকেও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। তখন তিনি নিজেই বলেন, এখন এই সামান্য উপার্জন নিয়ে বেশ চিন্তিত আছি। ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। আয় (যা হয় তা) প্রায় না হওয়ার মত, দেনাও শোধ করতে পারছি না। যাহোক, তাকে বুঝানো হয় এবং দোয়া করতে বলা হয়। সেই মহিলা তার জমানো ২০ হাজার গিনি ফ্রাংক চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। সেই দরিদ্র মহিলা যিনি পরিস্থিতির সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন, তার জন্য এটি অনেক বড় অংকের অর্থ ছিল। কিছুদিন পর আমাদের মুবাল্লেগ পুনরায় যখন অন্য কোনো কাজে সেই মহিলার সাথে দেখা করতে যান তখন সেই মহিলা অনেক আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আনন্দের সাথে বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা আমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন**। আমার এই ছোট্ট ব্যবসা খুব ভালো চলছে আর আমার সব ঋণও পরিশোধ হয়ে গেছে। এ সবই এই আর্থিক কুরবানীর জন্য হয়েছে।

রাশিয়ার একটি দেশ **তাতারিস্তানের** এক বন্ধু ফ্রিদা ইব্রাহিমুভ সাহেব বলেন, গত বছর গ্রীষ্মকালে আমার ফোনের সাথে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, আমার ব্যাংকের অনলাই একাউন্টে পর্যটকদের কাছ থেকে অর্থ জমা করানোর পর আমার স্মার্টফোনে আর্থিক ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্পর্কে যুগ-খলীফার খুতবা নিজে থেকেই চালু হয়ে যায়। তিনি বলেন, এটি কেবল একবারই হয় নি, বরং যখনই কোনো বড় অংকের অর্থ আমার একাউন্টে জমা হতো তখন এমন কোনো না কোনো ঘটনা ঘটতো। এতে আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে (আর্থিক কুরবানির বিষয়ে) আমাকে স্মরণ করাচ্ছেন। এটি আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় যে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আর্থিক কুরবানীর তৌফিক লাভ করছি। এমনটি ঘটে যে, আপনা-আপনি তার ফোনে খুতবা চালু হয়ে গেছে বা বার্তা এসেছে, যার মাধ্যমে তার মাঝে চাঁদা প্রদানের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

তানজানিয়ার একজন নিষ্ঠাবান মহিলা বলেন, জলসা থেকে ফিরে আসার সময় মনে পড়ে যে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বকেয়া রয়েছে। কোনো উপায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল, আশা ছিল তা ফিরিয়ে দিলে তিনি চাঁদা পরিশোধ করবেন। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিচ্ছিল না, ফোনও ধরছিল না। তিনি অসুস্থ ছিলেন, ঔষধপত্রের খরচও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সন্তানের বিদ্যালয়ের বেতন নিয়েও শঙ্কা ছিল। তাই তার

সন্তানকে তিনি বলেন, দোয়া কর। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আযানের ধ্বনি ভেসে আসে। তখন ছেলে বলে, চলুন নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি; [আল্লাহ্ তা'লা এভাবে সন্তানদের ঈমানও দৃঢ় করেন;] আমাদের কাছে অর্থ নেই, হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করবেন আর তার হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করবেন, ফলে সে অর্থ ফিরিয়ে দিবে। অতএব মা এবং ছেলে ওযু করে নামাযে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'লা এমন নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, নামায শেষ হওয়ার আগেই ফোনের রিং বাজতে আরম্ভ করে। এটি সেই ব্যক্তির ফোন ছিল যে ঋণ নিয়েছিল। সেই ব্যক্তি বলে, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনার অর্থ ফেরত দিতে এসেছি। সেই ব্যক্তি বলে, আমি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় আযানের ধ্বনি শুনতে পাই আর একইসাথে আমার মনে হলো, কেউ যেন আমাকে বলছে, **'আগে ঋণের টাকা ফিরিয়ে দাও'**। কাজেই, আমি টাকা ফেরত দিতে এসেছি। এই মহিলা ও (তার) সন্তান পুরো ঘটনাটি শোনার পর তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় ভরে যায়। তারা বলেন, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ! ছেলে বলে, দেখেছ! আমরা নামায পড়েছি, তাই আমরা টাকাও পেয়ে গেছি! আর এরপর তারা নিজেদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গের এক ভদ্রলোক ইকরাম জান সাহেব বলেন, আমি সর্বদা নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য দোয়া করি যেন অভাবীদের সাহায্য করতে পারি, বিশেষভাবে নিজের বিভিন্ন চাঁদা যেন দিতে পারি। আর সব সময়ই এটি বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হয়। তিনি বলেন, **গত বছর আমার কাছে তিন হাজার রুবল কম ছিল, অথচ চাঁদা পরিশোধের শেষ দিন ছিল। কাজের মাঝেই হঠাৎ আমার কাছে দু'জন লোক আসে যাদের মধ্যে একজন আমাকে এক হাজার এবং অপরজন দুই হাজার রুবল দেয়। এর আগে কখনোই আমার সাথে এমনটি ঘটে নি। কেননা আমি কাজের বিনিময়ে তিনশ' থেকে পাঁচশ' রুবল পেতাম। তাই এখন আমি আমার অতিরিক্ত উপার্জন আল্লাহ্ তা'লার পথে দিয়ে দিচ্ছি।**

এই ছিল কিছু ঘটনা যা আমি উপস্থাপন করলাম, অর্থাৎ কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোককে অপার দানে ভূষিত করেন, যারা নিষ্ঠার সাথে আর্থিক কুরবানী করেন (সেসংক্রান্ত)। এরপর এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষেরও ঘোষণা করছি। গত ৩১ অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের ৮৮তম বছর শেষ হয়েছে এবং ১লা নভেম্বর থেকে ৮৯তম বছর শুরু হয়েছে। এবছর তাহরীকে জাদীদের আর্থিক খাতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৬.৪ মিলিয়ন (অর্থাৎ ১ কোটি ৬৪ লক্ষ) পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বৈশ্বিক অর্থনীতি খুব দ্রুত মন্দার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই (খাতে) আদায়ের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড, অর্থাৎ ১১ লক্ষ পাউন্ড বেশি।

পূর্বের মত এবছরও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিশ্বের সব জামা'তের মধ্যে জার্মানির জামা'ত প্রথম স্থানে রয়েছে। (আর্থিক) কুরবানীর দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানও অনেক কুরবানী করেছে, কিন্তু সেখানে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছে, (বিশ্ববাজারে তাদের) মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসের কারণে তাদের (অবস্থান) নেমে গেছে, নতুবা কুরবানীর দিক থেকে তারা উন্নতিই করেছে। জার্মানি যদিও শীর্ষে রয়েছে, কিন্তু স্থানীয় মুদ্রামানের বিবেচনায় তাদের অবনতি হয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে উন্নতি করছে, তারা যদি উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখে তাহলে শীর্ষে পৌঁছতে

পারে। একইভাবে কানাডাতেও বৃদ্ধি হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াতেও বৃদ্ধি হয়েছে, ভারতেও বৃদ্ধি হয়েছে, ঘানা জামা'তের চাঁদাও বৃদ্ধি পেয়েছে; এটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা বলছি।

(এক্ষেত্রে) উল্লেখযোগ্য কাজ করার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য যেসব জামা'ত রয়েছে সেগুলো হলো হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, জর্জিয়া, নরওয়ে, বেলজিয়াম, বার্মা, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ, কিরিবাতি, কাজাকিস্তান, তাতারিস্তান, ফিলিপাইন এবং মধ্যপ্রাচ্যের (একটি) জামা'ত।

আফ্রিকার জামা'তগুলোর মধ্যে সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলো হলো, প্রথম ঘানা, দ্বিতীয় মরিশাস (এটিও আফ্রিকায় অবস্থিত), নাইজেরিয়া, বুর্কিনা ফাসো, তানজানিয়া, গাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, উগান্ডা, সিয়েরা লিওন এবং বেনিন।

মাথাপিছু চাঁদার দিক থেকে বিভিন্ন জামা'তের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, এরপর যথাক্রমে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (এ খাতে) অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৯৪ হাজার। গত বছরের তুলনায় আফ্রিকান দেশগুলোতে যেসব দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় (চাঁদাদাতা) বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মাঝে রয়েছে নাইজেরিয়া, গিনি বাসাও, কঙ্গো ব্রাজভিল, গিনি কোনাক্রি, তানজানিয়া, কঙ্গো কিনসাশা, গাম্বিয়া, ক্যামেরুন, আইভরিকোস্ট, নাইজার, সেনেগাল এবং বুর্কিনা ফাসো।

দফতর আউয়াল-এর খাতসমূহ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চালু আছে।

জার্মানির শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে রুইডার মার্ক, রডগো, মেহদীয়াবাদ, নিডা, কোলোন, ফোর্‌যহাইম, নোয়েস, পিনে বার্গ, অসনাব্রুক এবং ফ্রাইডবার্গ।

(শীর্ষ দশটি) স্থানীয় এমারত হলো যথাক্রমে হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, গ্রসগ্রাও, উইযবাদেন, ডিটসেনবাখ, রিডস্টেড, মরফিল্ডন, রুযেলসহাইম, ডামস্টেড এবং মানহাইম।

পাকিস্তানে সম্মিলিত আদায়ের দিক থেকে প্রথম লাহোর, এরপর রয়েছে রাবওয়া আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। জেলা পর্যায়ে (শীর্ষ) দশটি জেলার মধ্যে প্রথম হলো শিয়ালকোট, এরপর যথাক্রমে ইসলামাবাদ, গুজরাওয়ালা, গুজরাত, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস, সারগোদা, কোয়েটা এবং লোধরা।

উমরকোট ও মিরপুর খাস অঞ্চলে সম্প্রতি অতিবৃষ্টির কারণে বন্যাও হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেসব অঞ্চলের অধিবাসীরাও অনেক বড় কুরবানী করেছেন।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে অধিক কুরবানীকারী পাকিস্তানের শহরস্থ জামা'তগুলোর বিভিন্ন এমারত হলো যথাক্রমে টাউনশিপ লাহোর, দারুয্ যিকর লাহোর, মডেল টাউন লাহোর, মোঘলপুরা লাহোর, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, আযীযাবাদ করাচি, দিল্লি গেইট লাহোর, করিমনগর ফয়সালাবাদ, এরপর দশম ও শেষ স্থানে রয়েছে করাচি সদর।

যুক্তরাজ্যের শীর্ষ পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বায়তুল ফুতুহ, দ্বিতীয় ইসলামাবাদ, এরপর মসজিদ ফযল, মিডল্যান্ডস এবং বায়তুল এহসান। আর সর্বমোট আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি বড় জামা'তের মধ্যে প্রথমে ফার্নহাম, সাউথ চিম, ইসলামাবাদ, উস্টারপার্ক, ওয়ালসল, জিলিংহাম, মসজিদ ফযল, ইউল, অল্ডারশট সাউথ এবং পাটনি।

সর্বমোট আদায়ের দিক থেকে (যুক্তরাজ্যের) ছোট জামা'তগুলো হচ্ছে, স্পেনভ্যালি, ক্যাথলি, নর্থ ওয়েলস, নর্থ হ্যাম্পটন এবং সোয়ানজি।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে মেরিল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, নর্থ ভার্জিনিয়া, ডেট্রয়েট, সিলিকন ভ্যালি, শিকাগো, সিয়াটল, অশকোশ, সাউথ ভার্জিনিয়া, আটলান্টা, জর্জিয়া, নর্থ জার্সি এবং ইয়র্ক।

সম্মিলিত চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলো হলো যথাক্রমে ভন, পিস ভিলেজ, ক্যালগেরি, ভ্যানকুভার এবং টরোন্টো।

আর্থিক কুরবানীর নিরিখে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে কোয়েম্বিটর, তামিলনাড়ু, কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কেরোলাই, পাথাপ্রেম, কালিকট, বেঙ্গালোর, মেলাপালেম, কলকাতা এবং ক্যারেঙ্গ। এছাড়া কুরবানীর দিক দিয়ে শীর্ষ দশটি প্রদেশের মধ্যে প্রথম হলো কেরালা, এরপর যথাক্রমে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জম্মু-কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, মেলবোর্ন বেরভিক, মার্সডন পার্ক, প্যানরিথ, পার্থ, প্যারামাটা, এডিলেইড ওয়েস্ট, এসিটি ক্যানবেরা এবং ব্রিসবেন লোগান ইস্ট।

এতএব এ হলো (বিভিন্ন জামা'তের) অবস্থান। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানীকারীর ধনসম্পদ ও জনবলে অশেষ কল্যাণ দান করুন। (আমীন)

যুক্তরাজ্য জামা'ত একটি নতুন ওয়েবসাইটও চালু করেছে যা যুক্তরাজ্যে আহমদীয়াতের ইতিহাস সম্পর্কিত। ইতিহাস সংকলনের এই কাজ কয়েক বছর ধরেই চলছিল। যে ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে পাশ্চাত্যে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কিত গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ আপলোড করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে (আহমদীয়াতের) ইতিহাসের সূচনা **১৯১৩** সালে হয়েছে বলে মনে করা হয়, যখন চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব এখানে এসেছিলেন। যদিও হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাঁর মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবি করার সময়ই পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন (মানুষের কাছে) অকাট্যভাবে সত্য প্রমাণ করার লক্ষ্যে একটি পত্র এবং একটি ইংরেজি বিজ্ঞাপন আট সহস্র কপি ছাপিয়ে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডে অবস্থানকারী বিখ্যাত ও সম্মানিত পাদরি সাহেবান, অধিকন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে, যেখানে যেখানে সে যুগে এ সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব ছিল তা প্রেরণ করেন। এর একটি উদাহরণ হলো, যুক্তরাজ্যে চার্লস ব্রেড ল নামের একজন নাস্তিক রাজনীতিবিদ ছিল, সে **১৮৮৫** সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সংবাদ লাভ করেছিল। এখানকার একটি সংবাদপত্র **'কর কন্সটিটিউশন'** তাদের ৮ই জুন **১৮৮৫** সালের সংখ্যায় এর উল্লেখ করেছিল। একইভাবে **'দি থিওসফিস্ট সোসাইটি**র একজন প্রতিষ্ঠাতা **হেনরি স্টিল অলকট**ও **১৮৮৬** সালে তাঁর দাবির সংবাদ বা বার্তা পেয়েছিলেন। তিনি তার সংবাদপত্র **দি থিওসফিস্ট**-এর **১৮৮৬** সালের সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় এর উল্লেখ করেছিলেন।

এই ওয়েবসাইটে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র যুগের একটি টাইমলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্যে সত্যের বাণী সম্পর্কিত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া **'পাইওনিয়ার মিশনারিজ'** শিরোনামে আরেকটি টাইমলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে

যার অধীনে জামা'তের প্রাথমিক যুগের মুবাল্লেগ, যাদের মাঝে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণও রয়েছেন, তাঁদের পরিচয় এবং যুক্তরাজ্যে তাঁদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে পাদরি পিগট সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত একটি বিশদ গবেষণা সকল তথ্য-উপাত্তসহ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ইতিহাসভিত্তিক অন্যান্য গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে যা নবপ্রজন্মের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করবে যে, তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের এসব দেশে আগমনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল। এই ওয়েবসাইটের ঠিকানা হলো history.ahmadiyya.uk । এর আনুষ্ঠানিক যাত্রাও আজ থেকে শুরু হবে। যদিও আগে থেকেই চালু আছে, কিন্তু আজ তারা যথারীতি এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করাতে চাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এটি আমাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও কল্যাণকর (প্রমাণিত) হোক।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)